অন্য কোন সদস্যের মাধ্যমে প্রদান করতে পারেন। অথবা কোনও সরকারি মিশনে বা সকলে কিংবা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের বাইরে থাকলে অথবা সিনেট বা জাতীয় সভায় প্রতিনিধি হিসেবে কোনও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে গেলে তাঁর ভোট অন্য কোনও সংসদ সদস্য প্রদান করতে পারেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই একজন সদস্য একটি প্রক্সি ভোটের বেশি প্রক্সি দিতে পারেন না। এ থেকে আশা করা হয় যে, সদস্যগণ পার্লামেন্টে নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন। এই উদ্দেশ্যে, সংসদ-সদস্যগণের পাওয়া বেতন (salary) ও উপস্থিতি ভাতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

পার্লমেন্টের অধিবেশন বছরে মাত্র দুইবার বসে। সংবিধান-নির্দিষ্ট তারিখে অধিবেশনের শুরু হয় ও অধিবেশনের মেয়াদকাল মৌলিক আইন দ্বারা স্থির হয় (২৮ নং ধারা)। ২৯ নং ধারা অনুযায়ী কেবলমাত্র নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ অথবা সংসদ-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুরোধে পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হয়। ৪০ নং ধারা মতে, ঐ বিশেষ অধিবেশন বসবার ও শেষ হবার তারিখ রাষ্ট্রপতি স্থির করেন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্টের কমিশনগুলির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে খুব সতর্কতার সঙ্গে কমিয়ে আনা হয়েছে (৪৩ নং ধারা)।

পার্লামেন্টের কার্যাবলীর নির্ঘন্ট বর্তমানে সরকার স্থির করেন (৪৮ নং ধারা)। সংবিধান বর্ণিত বিষয়গুলিতে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে (৩৪ নং ধারা)। জাতীয় সভার সভাপতি পুরো মেয়াদের জন্য ও সিনেটের সভাপতি তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হওয়ায় তাঁরা অনেক বেশি স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও সম্মানের সঙ্গে কাজ করতে পারেন। সংবিধানের ৪৪নং ধারা অনুযায়ী সরকার সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব নাকচ করে দিতে পারে। তখন পার্লামেন্ট কেবলমাত্র সরকার কর্তৃক গৃহীত সংশোধনীসমূহকে একবার ভোট দিতে পারে। পার্লামেন্টের কার্যাবলীর সমস্ত পদ্ধতিগত নিয়ম-কানুনগুলি সাংবিধানিক আইনে(constitutional law)। পরিবর্তিত হওয়ায় পার্লামেন্টের অনেক অভ্যন্তরীণ কলহ দূরীভূত হয়েছে এবং অনেক ধরনের বিতন্ডা ও বিতর্ক যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। ৪৯নং ধারা দ্বারা সেন্সর প্রস্তাবের ব্যবহারকেও খুব সীমিত রাখা হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের চিরাচরিত প্রথায় পার্লামেন্ট কর্তৃক সরকারের কার্যে নিয়মিত হস্তক্ষেপের নীতিগুলিকে বিলোপ করা হয়েছে। সবশেষে, সাংবিধানিক সভায় নিয়ন্ত্রণই পার্লামেন্টকে একটি Rationalised প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

সংবিধানের বিভিন্ন ধারার জন্যও পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং আদেশের ফলে পার্লামেন্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে, শাসন-বিভাগের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধির অনুপাতে জাতীয় সভার ক্ষমতা অনেক কমে গেছে ও সিনেটের তুলনায় জাতীয় সভার সম্মানও অনেক কমে গেছে। ১৯৫৮ সালে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান সিনেটকে এক উজ্জ্বলতর অবস্থায় উন্নত করেছে। সরকারের ইচ্ছানুসারে সমস্ত বিলে সিনেটের ভেটো প্রয়োগ করবার ক্ষমতা সিনেটকে আগের তুলনায় অল্প শক্তিশালী করেছে। পার্লামেন্টের অধিবেশনে বছরে ৬ মাসেরও কম সময় অতিবাহিত হয়। অধিবেশনের প্রারম্ভে প্রত্যেকটি কক্ষ ব্যুরো (bureau) নির্বাচিত করে। সভাপতিসহ জাতীয় সভার অন্য ৬০ জন সহ-সভাপতি, সিনেট সভার জন্য ৪ জন সহ সভাপতি, জাতীয় সভার জন্য ১২ জন সচিব ও সিনেটের জন্যে ৮ জন সচিব এবং প্রতিটি কক্ষের জন্য ৩ জন করে কোয়েশ্চারস

বা তদারকি অধিকর্তা নিয়ে ব্যুরো গঠিত হয়। সচিবগণ সরকারি নথিপত্র দেখাশোনো করেন ও ভোট গণনা করেন। কোয়েশ্চারগণ সভার প্রশাসনে ও আর্থিক ব্যাপারে দায়ী থাকেন। সামগ্রিকভাবে, ব্যুরো সভার বিভিন্ন কাজ সংগঠিত করে ও তদারকি করে। প্রয়োজনবোধে, পার্লামেন্টের যে কোনও কক্ষের সভাপতিকে নিয়মশৃঙ্খলা ও বিল উত্থাপন প্রভৃতি নানা ব্যাপারে ব্যুরো সাহায্য করে থাকে।

সাধারণ নির্বাচনের পর নব-নির্বাচিত সভার সদস্যগণ দ্বারা প্রতিটি কক্ষের সভাপতি নির্বাচিত হন। সিনেটের সভাপতি প্রয়োজন বোধে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর এই কাজ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির কাজের সঙ্গে তুলনীয় নয়। পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সভাপতির কাজ ও মর্যাদা মোটামুটিভাবে সমান ও একইকরম। কিন্তু তাঁদের কাউকেই যুক্ত রাজ্যের সাধারণ সভার স্পীকারের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। বরং এক্ষেত্রে, মার্কিন জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকারের সঙ্গে তাঁদের কিছু মিল আছে। ফ্রান্সে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সভাপতিগণ নিরপেক্ষভাবে সভার কাজ পরিচালনা করবেন—এটাই সাংবিধানিক রীতি। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হল যে, তাঁরা সংশ্লিষ্ট সভার বিভিন্ন সদস্যগণের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে থাকেন।

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান উভয়কক্ষকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে। যেমন, ১৬ নং ধারা অনুসারে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সময় রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই উভয় কক্ষের সভাপতির সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে হয়। কোনও বে-সরকারি বিল, প্রস্তাব বা সংশোধন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সভার সভাপতি ও সরকারের মধ্যে মতদ্বৈধতা হলে সংশিষ্ট সভাপতি বিতর্কিত বিষয়টিকে সাংবিধানিক সভার নিকট প্রেরণ করতে পারেন (৪১ নং ধারা)।

মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে, তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের স্পিকারদের তুলনায় পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সভাপতিগণ অধিক ক্ষমতা ভোগ করেন। বিশেষত সদস্যগণকে শৃঙ্খলাসম্মত ব্যবহারে পরিচালনা করার ব্যাপারেও বিতর্কের সমাপ্তি ঘোষণার ব্যাপারে তাঁদের ক্ষমতাই সর্বাধিক। পার্লামেন্টের বিভিন্ন সভায় কর্মসূচী বা নির্ঘন্ট প্রতি সপ্তাহে একটি সভায় স্থির হয়। ঐ সভায় উভয় সভার সভাপতিগণ ও সহ-সভাপতিগণ সভার সদস্যগণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ, কমিশনের সভাপতিগণ ও অর্থকমিশনে প্রধান বিবৃতকার (Rapporteur-General) উপস্থিত থাকেন। এই সভার ভোটের গুরুত্ব দলগত অনুপাতে স্থির হয়। সভার নির্ঘন্ট রচনার ব্যাপারে সরকারেই অধিক নিয়ন্ত্রণ থাকে। কারণ সরকারি বিল ও সরকার সমর্থন করে এমন কোন বে-সরকারি বিলকে সভার কাছে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় (৪৮ নং ধারা)।

ফ্রান্সের বর্তমানে পার্লামেন্টে সদস্যদের মধ্যে বহু দল ও গোষ্ঠী সরকারপক্ষীয় শিবিরে বা বিরোধী পক্ষীয় শিবিরে বিভক্ত হয়ে আছে। বর্তমানে পার্লামেন্টের কাজের পদ্ধতিতে এই সব গোষ্ঠী ও দলগুলিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ন্যূনপক্ষে, ৩০ জন সদস্যবিশিষ্ট গোষ্ঠীর নেতাকে সভার নির্ঘন্ট নির্ধারক সভপতিদের সভায় স্বীকৃতি জানানো হয়। পার্লমেন্টের বিভিন্ন কমিশনগুলিতে গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্ব তাদের নিজ নিজ শক্তির অনুপাতে ঠিক হয়।

যদি কোন পদ শূন্য অবস্থায় থাকে তখন সংশ্লিষ্ট সভা সর্বসম্মতিক্রমে কোনও নির্দল সদস্যকে ঐ শূন্যপদে নির্বাচিত করতে পারেন।

কার্যাবলী ঃ

পার্লামেন্ট কোন্ কোন্ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে তা সংবিধানের ৩৪ নং ধারায় উল্লেখ আছে। এর বাইরে আইন প্রণয়ন করবার অধিকার পার্লামেন্টের নেই। এইরূপ সংকুচিত ক্ষমতা ইদানীংকালে আর কোনও দেশের আইনসভার নেই। যাই হোক ৩৪নং ধারায় উল্লিখিত বিষয়গুলি হল—নাগরিকগণের ব্যক্তিগত জীবনের ও সম্পত্তির উপর জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থে আরোপিত কর্তব্যগুলি নির্ধারণ করা, নাগরিকতা, ব্যক্তির আইনগত ক্ষমতা ও অবস্থা, বিবাহচুক্তি, উত্তরাধিকার দান, অপরাধজনিত ঘটনা ও দুর্ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যাপারে শাস্তি প্রদান, ফৌজদারী পদ্ধতি, বিচার বিভাগের মর্যাদা ও নতুন এলাকা নির্ধারণ ও সন্ধিচুক্তি সম্পাদন।

দেশের মুদ্রাব্যবস্থা পরিচালনা, সমস্ত প্রকার করের হার, পরিমাণ ও সংগ্রহের নীতি নির্ধারণ, বৈদেশিক নীতি, প্রশাসন ও বিচারের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন প্রবর্তন।

পার্লামেন্টের ও স্থানীয় আইনসভার নির্বাচন ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের সরকারি ও কর্পোরেশন গঠন। রাষ্ট্রের সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মীদের রক্ষা করা, ব্যবসার জাতীয়করণ, ব্যক্তিগত মালিকানার আওতা হতে সম্পদের মালিকানা সরকারি ক্ষেত্রে স্থানান্তর।

এছাড়া আরও কয়েকটি মূল নীতি পার্লামেন্ট নির্ধারণ করে থাকে। সেই বিষয়গুলি হল ঃ জাতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর গঠন, স্থানীয় এলাকার স্বায়ত্বশাসন ও তাদের কাজের এলাকা ও প্রয়োজনীয় আয়ের উৎস, শিক্ষা, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিক ও বাণিজ্যিক বাধ্যবাধকতা, চাকরি, সংঘ, সমিতি ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন আর্থিক ক্ষমতার ব্যাপারে পার্লামেন্টের কোনও উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা নেই। এমন কি কালবিলম্ব পদ্ধতি অবলম্বন করবার সুযোগটুকুও ফ্রান্সের বর্তমান পার্লামেন্টের নেই। সরকার যেমনভাবে আর্থিক বিল উত্থাপন করে পার্লামেন্টকে শেষ পর্যন্ত সেইভাবেই বিলটি অনুমোদন করতে হয়। সংবিধানের ৪৬ নং ধারায় আর্থিক বিল অনুমোদন পদ্ধতির উল্লেখ আছে। জাতীয়সভা আর্থিক বিলের প্রথম পাঠ সম্পূর্ণ না করলে, সরকার বিলটিকে সিনেটের নিকট পাঠায়। সিনেটকে দুই সপ্তাহের মধ্যে ঐ বিলটির পাঠ শেষ করতে হয়। যদি সিনেট তা না করে, তা হলে ৭০ দিন পর সরকার অর্ডিন্যান্স দ্বারা ঐ বিলটিকে আইন বলে ঘোষণা করে। যদি আর্থিক বছরের শুরুতে সরকার ঐ আইন কার্যকরী করতে না পারে তবে জাতীয় সভার অতীতের কোন নজিরের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যাতে অনুরূপ কর ধার্য করতে ও অর্থ ব্যয় করতে পারে তার সরকারি আদেশ পার্লামেন্টকে অনুমোদন করতে হয়। আর্থিক ব্যাপারে এই ধরনের সহায়তা পৃথিবীর অন্য কোনও জনপ্রতিনিধি সভায় নেই। সরকারি আর্থিক ব্যাপারে ফ্রান্সে শাসন বিভাগই সর্বেসর্বা।

৩৪ নং ধারায় উল্লিখিত বিষয়সমূহে আইন করার ক্ষমতা পার্লামেন্ট বিশেষ আইন প্রণয়নের সাহায্যে বৃদ্ধি

করতে পারে। সংবিধানের ৩৮ নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্টের সরকারকে কোন বিষয়ে সরকার আইন প্রণয়ন করবার জন্য 'পার্লামেন্টকে সরকারকে অনুমতি দান করুক'—এই রকম অনুরোধ সরকার নিজের শাসন পরিচালনার প্রয়োজনে পার্লামেন্ট করতে পারেন। সংবিধানের ৩৪ নং ধারা অনুসারে সমস্ত আইনকে পার্লমেন্ট অনুমোদিত হতে হবে। ৩৫ নং ধারা অনুসারে, যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সমস্ত সিদ্ধান্ত পার্লামেন্টে অনুমতির দ্বারা প্রযোজ্য হবে। ৩৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘোষিত সামরিক আইন ১২ দিনের বেশি সময় জারি রাখতে হলে অবশ্যই পার্লামেন্টে অনুমতি প্রয়োজন।

৩৮ নং ধারা অনুযায়ী অর্ডিন্যান্স মারফত নির্দিষ্ট কোন বিশেষ সময়ের জন্য আইনসংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণে পার্লামেন্টকে অনুমোদন দানের জন্য সরকার বলতে পারে। রাষ্ট্রীয় সভার স্বার্থে পরামর্শ করবার পর মন্ত্রিসভায় আলোচনা করে উক্ত অর্ডিন্যান্স কার্যকরী হয়। এই ধরনের অর্ডিন্যান্স সরকারি গেজেটে প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট আইন উল্লিখিত তারিখের মধ্যে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা বাতিল হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট আইন উল্লিখিত সময়সীমার মেয়াদ শেষ হলেও অর্ডিন্যান্সকে পুনরায় সংশোধিত আকারে চালু করা যায়। তখন আইনসংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়গুলি সংশোধিত অর্ডিন্যান্স থেকে কেবলমাত্র সেগুলিতে সংশোধিত আইন কার্যকরী হয়। পরিশেষে, সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে পার্লামেন্ট এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা

৪৯ নং ধারা মতে, মন্ত্রিসভায় আলোচনা হবার পর সরকারের সমগ্র কর্মসূচির জন্য মন্ত্রিসভাকে জাতীয় সভার নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয়। যে কোনও সাধারণ নীতির প্রশ্নেও এই দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রি মন্ত্রিসভার উপর চাপিয়ে দিতে পারেন। জাতীয় সভার সদস্যগণের এক দশমাংশের সই প্রয়োজন হয়। ঐ প্রস্তাব পার্লামেন্টে আসার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কোন ভোটাভূটি চলে না। ৪৮ ঘন্টা পরেই ভোট গ্রহণ হতে পারে। ভোট-গণনার সময় কেবলমাত্র নিন্দা প্রস্তাবের পক্ষের ভোটগুলিকেই গণনা করা হয়। জাতীয়-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নিন্দাপ্রস্তাব গৃহীত হয়। নিন্দাপ্রস্তাব ভোটে পরাজিত হলে ঐ নিন্দা-প্রস্তাবে স্বাক্ষরকারী সদস্যগণ চলতি অধিবেশনে নুতন কোনও নিন্দা প্রস্তাবে সই করতে পারেন না, মন্ত্রিসভার আলোচনা হবার পর প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত কোনও প্রস্তাবের জন্য প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভাকে জাতীয়সভার নিকট দায়ত্বিশীল করতে পারেন। এই অবস্থায় সরকারি প্রস্তাবটি যদি নিন্দা-প্রস্তাবের সম্মুখীন না হয় তা হলে প্রস্তাবটি গৃহীত হল বলে ধরা হয়। কোন সাধারণ নীতি ঘোষণাতে সম্মতি দানের জন্য প্রধানমন্ত্রী সিনেটকে অনুরোধ করার ক্ষমতা রাখেন।

৫০ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, জাতীয় সভায় সরকারের বিরুদ্ধে কোন নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হলে বা কোনও সরকারী কর্মসূচী বা কোনও সাধারণ সরকারি নীতির ঘোষণা প্রত্যাখ্যাত হবার পর সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতির নিকট প্রধানমন্ত্রীসহ সমগ্র মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

১০.১৩ উভয় কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক

আর্থিক বিল প্রথমে জাতীয় সভায় উত্থাপিত হওয়া ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারেই পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করে। চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের মত পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে জাতীয় সভা কখনোই সিনেটকে ক্ষমতায় অতিক্রম করতে পারে না। একমাত্র সরকার যদি প্রয়োজনবোধে জাতীয় সভার পক্ষে দাঁড়ায় তখনই সিনেটকে জাতীয় সভা ক্ষমতার দ্বারা অতিক্রম করতে পারে। এই রকম সরকারি হস্তক্ষেপ উদাসীনভাবে বা সক্রিয়ভাবে দুইভাবে হতে পারে। প্রথম পর্যায়ে সভায় বিলটি দু'বার পাঠ হবার পর প্রধানমন্ত্রি উভয় সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি যুক্ত কমিটি গঠন করতে পারেন। যুক্ত কমিটি যদি মতৈক্যে পৌঁছায়, তখন তার সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক উভয় সভায় অনুমোদনের জন্য আনা হয়। সরকারের অনুমতি ছাড়া আর কোন সংশোধন এই অবস্থায় গ্রহণ করা হয় না। অন্যদিকে যদি যুক্ত কমিটি পার্লামেন্টের উভয় সভাকে সংশ্লিষ্ট বিলের ব্যাপারে সহমত হতে হয় অথবা বিলটিকে একেবারে ত্যাগ করতে হয় অথবা মুলতুবি রাখতে হয়। কিন্তু যদি সরকার সক্রিয় হন তা হলে জাতীয় সভার পক্ষে সরকার অগ্রসর হয়ে সিনেটের ক্ষমতাকে অতিক্রম করে বিতর্কমূলক বিলটি পাশ করে দেন তখন জাতীয় সভাকে বিলটি পাশের ব্যাপারে নির্দিষ্ট আদেশ দিতে হয় এবং বিলটি মৌলিক আইনের (organic law) সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে একে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই পাশ করতে হয়। সমগ্র ব্যাপারটা বিশ্লেষণের ফলে এই দাঁড়ায় যে, যদি সরকার আদৌ আগ্রহ না দেখায় তা হলে সিনেট আইন প্রণয়ন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে, উভয় কক্ষের সম্পর্কের প্রকৃতি প্রায় তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের কাছে উভয় কক্ষের সম্পর্কের মতই দেখা যায়। তখনও বর্তমানের মত উভয় কক্ষের সম্পর্ক বলতে প্রত্যেকেই সক্ষমতাসম্পন্ন, স্বাধীন ও সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল।

বর্তমান উভয় সভার ক্ষমতার পার্থক্য হল যে, সিনেট শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে না। জাতীয় সভার নিটকই সরকার দায়িত্বশীল থাকেন। তা সত্ত্বেও ১৯৫৮ সালের সংবিধান অনুসারে (দ্বিতীয় কক্ষ হলেও) সিনেটের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা জাতীয় সভার মতই সমান এবং ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা থাকার ফলে সিনেটের মর্যাদা এখন উন্নত।

কোন রাষ্ট্রপতি অক্ষম হয়ে পড়লে বা কোনও কারণে রাষ্ট্রপতির পদ হঠাৎ শূন্য হলে, যতক্ষণ না নূতন নির্বাচন হয়, সিনেটের সভাপতির সাথে রাষ্ট্রপতির পরামর্শ করা একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধ্যকতা। সাংবিধানিক সভাতে কোন বিল পাঠানোর অধিকার সিনেটের সভাপতির কাছে এবং জাতীয় সভার সভাপতির মত তিনিও সাংবিধানিক সভাতে তিনজন সদস্য মনোনীত করেন। মহাধর্মাধিকরণে প্রতিনিধিত্বের অধিকার জাতীয় সভার সঙ্গে সিনেটেরও আছে। কোনও গণভোটের ব্যবস্থা করতে হলেও জাতীয় সভার সঙ্গে সিনেটের সম্মতি প্রয়োজন। এছাড়া রাষ্ট্রপতির বাণী নেওয়ার অধিকার সিনেটের আছে। পরিশেষে উল্লেখযোগ্য, ফরাসি শাসনব্যবস্থায় সংসদের উচ্চ পরিষদ হিসেবে সিনেট আগের তুলনায় নিম্নকক্ষ অর্থাৎ জাতীয় সভা থেকে বেশি ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে জাতীয় সভার আধিপত্যকে কিছুটা কমিয়ে সিনেটের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে বাড়ানো হয়েছে।

১০.১৪ তুলনা

মার্কিন যুক্তরাজ্য, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের পার্লামেন্টের সঙ্গে ফরাসি পার্লামেন্টের তুলনায় দেখা যায় যে, এদের মধ্যে ফ্রান্সের পার্লামেন্ট সবচেয়ে অসহায়। ফ্রান্সে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী পার্লামেন্টের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা আছে অথচ সংসদীয় সার্বভৌমত্ব নেই। তাই শাসনব্যবস্থার রীতিনীতির দিক থেকে বৃটিশ ও ভারতীয় পার্লামেন্টের সঙ্গে ফরাসি পার্লামেন্টের মিল থাকলেও কার্যক্ষেত্রে আমেরিকার কংগ্রেসের চাইতেও ফরাসি পার্লামেন্ট অনেক দুর্বল ও অসহায়। কংগ্রেস অর্থব্যয়-বরাদ্দের ক্ষমতা মারফত রাষ্ট্রপতি বা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফরাসি পার্লামেন্টের সেই ক্ষমতা একেবারে শূন্য। তাছাড়া, মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে Senatorial courtesy মেনে চলতে হয়। ফ্রান্সে ঐ ধরনের courtesy-র কোনও প্রয়োজন নেই। আমেরিকার কংগ্রেস সম্পর্কে বলা হয় যে কংগ্রেস হল Leviathan in chains কিন্তু ফরাসি পার্লামেন্ট Leviathan না হয়েও অসংখ্য শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। শাসন বিভাগ তথা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীসভা পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল। তাছাড়া ব্রিটেন বিচার বিভাগ পার্লামেন্টের আইন তৈরি করার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। তবে বর্তমানের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ক্যাবিনেট এখন ক্ষমতার মূলকেন্দ্র হিসাবে আছে—পার্লামেন্ট নয়।

১০.১৫ সারাংশ

ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো ও রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার মিশ্রিত রূপ হলেও এই শাসনকাঠামোতে রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য দেখা যায়। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফ্রান্সের সংসদের নিম্নকক্ষ জাতীয় সভায় কোন দল নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকারে বিশেষত মন্ত্রিসভায় যে অস্থিশীলতা দেখা যায় তার মধ্যে সরকারের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন রাষ্ট্রপতি। সম্প্রতি একটি শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি যেভাবে উদ্ভূত হয়েছে তার ফলে সাধারণভাবে বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধান ভূমিকা পালন করেন, অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা প্রধান ভূমিকা পালন করেন। আইনবিভাগ হিসাবে সংসদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নাই। কারণ ফরাসি সংসদ বর্তমানে হচ্ছে সীমিত সম্পন্ন সংসদ বা Rationalised Parliament.।

১০.১৬ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কিভাবে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে তাহা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করুন (১০.২ ও ১০.৩ দেখুন)।

২। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলীর আলোচনা করুন (১০.৫ দেখুন)।

৩। রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব নীতির উপর ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি পদের গুরুত্ব ক্ষমতা ও কার্যাবলীর পরিধি ও মাত্রা কিভাবে নির্ভর করে তাহা দেখান (১০.৬ দেখুন)।

৪। প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলী ও পদমর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখ করে ফরাসি মন্ত্রিসভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন (১০.৯ দেখুন)।

৫। ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সংসদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন (১০.১২ দেখুন)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-পদ্ধতি বর্ণনা করুন। (১০.৪ দেখুন)

২। ফ্রান্সের সংসদের ক্ষমতা হ্রাসের বিষয়টি বর্ণনা করুন (১০.১২ অনুসরণ করুন)।

৩। মার্কিন ও ভারতের রাষ্ট্রপতির সাথে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তুলনা করুন (১০.৭ দেখুন)।

৪। ব্রিটিশ, মার্কিন ও ভারতের সংসদের সাথে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংসদের তুলনা করুন (১০.১৪ দেখুন)।

১০.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Dorothy Pickles — *The Government and Politics of France vol. I and vol. II.*

২। Vincent Wright — *The Government and Politics of France.*

৩। D. H. Hanley, A. P. Kerr and N. H. Waites—*Contemporary France.*

৪। Alan R. Ball — *Modern Politics and Government.*

৫। J. Denis Derbyshire & Law Derbyshire —*Political systems of the world.*

একক ১১ ❑পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বিচার ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক সভা

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ ভূমিকা

১১.৪ বিচার প্রশাসনিক আইন ও আদালত

১১.৫ ফ্রান্সের প্রশাসনিক আইন ও আদালত

১১.৬ রাষ্ট্রীয় সভা

১১.৭ উপসংহার—প্রশাসনিক আদালতের গুরুত্ব

১১.৮ সাংবিধানিক সভা

১১.৯ সারাংশ

১১.১০ অনুশীলনী

১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ফ্রান্সে বিচার-ব্যবস্থার গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যক পরিচয় দেওয়া। ফ্রান্সে সরকারের প্রশাসনিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত নালিশের বিচার প্রশাসনিক আইন ও প্রশাসনিক আদালত দ্বারা। এই ধরনের স্বতন্ত্র আইন ও আদালত সম্পর্কে আলোচনা করাও এই এককের উদ্দেশ্য।

১১.২ প্রস্তাবনা

ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বিচার ব্যবস্থা ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের নেপোলিয়ন যে 'আইন-সংহিতা' রচনা করেছিলেন ও যে বিচার ব্যবস্থা ও আদালত গড়ে তুলেছিলেন সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। ফ্রান্সের রাষ্ট্র-কাঠামো এককেন্দ্রিক হওয়ায় ফ্রান্সের বিচার-ব্যবস্থাও হয়েছে এককেন্দ্রিক অর্থাৎ সারা দেশে একই আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত। তবে ফ্রান্সে প্রশাসনিক আইন ও প্রশাসনিক আদালত স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে।

১১.৩ ভূমিকা

ফ্রান্সে বর্তমান বিচার ব্যবস্থার উপর রোমক আইন ব্যবস্থার প্রভাব যথেষ্টই রয়েছে। মধ্যযুগীয় ফ্রান্সে বিচার ব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না। সেই সময় দেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ধরনের আইন ও বিচারের রূপ দেখা যেত। এই সময়ে ভলতেয়ায়ের উক্তি ছিল " একজন পরিব্রাজক ফ্রান্সে যতবার ঘোড়া পরিবর্তন করেন তত প্রকারের আইন ও বিচার ব্যবস্থা তিনি দেখতে পান"। বিচার ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের ফলে দেশের ঐক্য ও সংহতি যে বিনষ্ট হয় এই সত্যটি প্রথম ফরাসি বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে, ফরাসি বিপ্লবের নায়কগণ ফ্রান্সে একটি নতুন অখন্ড বিধিবদ্ধ বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সর্বপ্রথম ফ্রান্সের আইন ব্যবস্থাকে এক বিধিবদ্ধ অবস্থায় সুসংহত রূপ দান করেন। বর্তমানে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক ফ্রান্সে যে আইন ও বিচরব্যবস্থা দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়নের বিচারব্যবস্থার এক সংশোধিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১১.৪ ফরাসি বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

১। সারা দেশের জন্য একটিমাত্র বিচারব্যবস্থা প্রচলিত।

২। বিচার পদ্ধতির সমস্ত আইনকানুন লিখিত ও বিধিবদ্ধ।

৩। ফরাসি বিচার প্রণালীর নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ অবস্থায় থাকে।

৪। প্রতিটি মামলাকে স্বতন্ত্রভাবে বিচারকগণ বিচার করেন। একই মামলার বিচার একই নিয়ম, নীতি বা সিদ্ধান্তে পরিচালিত হবে এমন কোন কথা নেই। মামলা পরিচালনায় অতীতের কোন প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে প্রতিটি মামলার বিচার হয়।

৫। ফ্রান্সে দুই ধরনের বিচারব্যবস্থা চালু আছে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী সংক্রান্ত মামলাগুলি সাধারণ বিচারালয়ে সম্পন্ন হয়। আর প্রশাসন বা সরকার সম্পর্কিত মামলাগুলির বিচার প্রশাসনিক আদালতে (administrative tribunal) সম্পন্ন হয়। এই ধরনের আদালত নিজেদের ক্ষমতাসম্পর্কগত প্রশ্নে বিরোধে লিপ্ত হলে Tribunal of conflicts মীমাংসা করেন।

৬। বিচারের আইনসংহিতা (code) এবং মামলা-আইন (case-laws) উভয়ের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য আছে। ফ্রান্সে আইনসংহিতাকে অনুসরণ করে বিচার করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে ও ভারতবর্ষে মামলা-আইনের নজির বিচারকার্য সম্পাদনে গুরুত্ব পায়।

৭। যুক্তরাজ্য ও ভারতের বিচার ব্যবস্থা থেকে ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থার পার্থক্যের আর একটি ক্ষেত্র হল যে— যুক্তরাজ্যে ও ভারতে আইনজীবীদের মধ্য থেকেই অনেক ক্ষেত্রে বিচারক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ফ্রান্সে বিচারক

হওয়ার অর্থ একজন সাধারন সরকারি কর্মচারী হওয়া মাত্র। বিচার-বিভাগীয় মন্ত্রীর অধীনে তিনি চাকরি করেন ও তাঁর উচ্চতর ম্যাজিস্ট্রেটগণের কাউন্সিলের সুপারিশের উপর তাঁর চাকুরি ও পদোন্নতি নির্ভর করে। আইনজীবী হবেন অথবা বিচারক হবেন—এই পছন্দ একজন ব্যক্তিকে প্রথমেই করে নিতে হয়। কারণ একটিতে যোগদান করলে ফ্রান্সে অপরটিতে যোগ দেওয়া যায় না। ফলে অতি অল্পবয়স্ক যুবকেরা ফ্রান্স 'বিচার-কার্য' নামক চাকরিতে যোগদান করেন ও পরবর্তীকালে তাঁর চাকরির মেয়াদ যত বাড়ে পদোন্নতিও তদনুরূপ হতে থাকে। যুক্তরাজ্য ও ভারতের বিচারপতিদের মতো ফরাসি বিচারপতিগণের দায়িত্ববোধের মাত্রা অধিক নয়। তাদের বিচারের রায় দেশের সমগ্র বিচার ব্যবস্থাকে ভারত ও যুক্তরাজ্যের মতো প্রভাবিত করে না।

৮। ফ্রান্সে মামলার বিচার সাধারণত ৩ জন বিচারপতি দ্বারা একটি বেঞ্চ সম্পন্ন করেন। ফ্রান্সে এই ধরনের একটি রেওয়াজ আছে যে, একজন বিচারকের অর্থ হচ্ছে অবিচার। একাধিক বিচারকগণের সিদ্ধান্ত যথার্থই ন্যায়নীতিসম্মত হতে পারে বলে ফরাসি জনমনে একটা ধারণা প্রচলিত আছে। তাই ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থা যৌথ-বিচার ব্যবস্থা নীতিতে পরিচালিত হয়।

৯। আর্থিক সুযোগ সুবিধার দিক থেকে ফ্রান্সের বিচারকগণ খুব একটা ভালো অবস্থায় থাকেন না। যাঁরা অর্থের চেয়ে সামাজিক মর্যাদাকে অধিক পছন্দ করেন তাঁরাই বিচারকপদে যোগদান করেন।

১০। সাধারণ বিচারালয় ও প্রশাসনিক আদালত ছাড়া আরও কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের আদালত ফ্রান্সে দেখা যায়; যেমন শিল্প-বিরোধ মিমাংসা কাউন্সিল, বাণিজ্যিক ট্রাইব্যুনাল, জাস্টিস অফ পীস্ এবং পারকোত (parquet)।

১১। বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ বা Habeas Corpus বা ওই জাতীয় কোনও কিছু নীতি ফ্রান্সে দেখা যায় না। কেবল সংবিধানের ৬৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে স্বৈরাচারিভাবে গ্রেপ্তার করা যাবে না। বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ বিষয়ে সংবিধানে কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

১২। ফরাসি বিচার ব্যবস্থায় একই আদালতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার করা হয়। যুক্ত রাজ্য বা ভারতবর্ষের মত ফ্রান্সে পৃথক ধরনের মামলার জন্য কোনও পৃথকীকরণ ব্যবস্থা নেই। তবে কোনও কোনও সময়ে উচ্চতর আদালতগুলিতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী দুইটি বিভাগ খোলা হয়।

১৩। যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার মতো ফ্রান্সে কোনও ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় নেই।

১৪। বিচারপদ্ধতি যৌথ ব্যবস্থাতে চলবার ফলে ফ্রান্সে কোনও জুরী ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। যদি কোথাও জুরীবোর্ড দেখা যায়, সেখানে ১২ জন সদস্য নিয়ে জুরী বেঞ্চ গঠিত হয়। দেশের বিশিষ্ট নাগরিকগণের এক দীর্ঘ তালিকার মধ্যে থেকে ১৩ জনকে এই বোর্ডে নেওয়া হয়। সংখ্যাধিক্য ভোটে জুরী বেঞ্চে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় জুরী বেঞ্চে ৬-৭ কিংবা ৭-৫ ভোটে দেখা দিয়ে সংশ্লিষ্ট আদালতের ৩ জন বিচারপতিকে একমত হয়ে রায় দিতে হয়।

সংবিধানের ৫৪ নং ধারা অনুসারে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের স্বাধীন বিচারব্যবস্থার রক্ষক।

বিচারবিভাগের একটি উচ্চতম সভা এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবেন। এই উচ্চতম সভার নাম Higher Council of Judiciary। ৫৫ নং ধারা অনুযায়ী এই উচ্চতম সভার সভাপতি হলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি। পদাধিকার বলে তিনিই ফ্রান্সের বিচারদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি ছাড়া, তাঁর দ্বারা নিযুক্ত ৯ জন সদস্য নিয়ে বিচার বিভাগের উচ্চতম সভা গঠিত হয়। এই সভা বিচারকগণের পদোন্নতির ব্যাপারে সুপারিশ করেন এবং বিচারসংক্রান্ত নানা ব্যপারে সুপারিশ করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন।

ফ্রান্সে বিচারকগণের পদমার্যাদা ও ক্ষমতা এবং তাঁদের পদোন্নতির সম্ভাবনা আমলাতান্ত্রিক নীতিতে বাঁধাধরা অবস্থায় থাকে। 'বিচার-প্রশিক্ষণের জাতীয় কেন্দ্র' নামক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা শিক্ষার্থী-বিচারকগণকে বিচার করবার শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্ত ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কেবল তাঁরাই এই শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি হবার সুযোগ পান।

ফ্রান্সে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে Ogg এবং Zink বলেন, ''By and large French Courts and Judges compare favourably in capacity, integrity, independence and inpartiality with those of any other country.

সংবিধানের ৬৪ নং ধারা অনুযায়ী বিচারকগণ কখনই বদলি হন না। কেবলমাত্র চূড়ান্ত রকমের দুর্ব্যবহারের (misdemeanour) অভিযোগ এবং বিচার বিভাগীয় উচ্চতর সভার সুপারিশে কোনও বিচারককে পদচ্যুত করা যায়। বিচারকগণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব বিচার-বিভাগীয় উচ্চতম সভার (Higher Council of Judiciary) উপর থাকে।

ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, বিচারকের কাছে কোনও মামলা আসবার আগে ভারপ্রাপ্ত একজন বিচারক ঐ মামলা সম্পর্কে নিজেই তদন্ত করেন। তদন্তকারী ভারপ্রাপ্ত বিচারক সংশ্লিষ্ট মামলাতে লিপ্ত সন্দেহজনক কাউকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে পারেন ও তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে আটক রাখতে পারেন। এই ধরনের ভারপ্রাপ্ত বিচারকগণ কেবলমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ের সঙ্গেই যুক্ত থাকেন ও পারকোত্ (Parquet) বা সরকারি উকিলের (Public prosecutor) অধীনে কাজ করেন।

আমেরিকা, ভারতবর্ষ ও যুক্তরাজ্যের বিচার পদ্ধতিতে বিচারপতিগণ সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকেন। বিবদমান উভয়পক্ষের মধ্যে সরকার পক্ষের একজন উকিল মামলা চালাবার জন্য থাকেন। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাহায্যকারী উকিলের দ্বারাও কোনও ব্যক্তি তাই নিজের মামলা চালাতে পারেন অথবা মামলায় জড়িত উভয়পক্ষ নিজেদের পছন্দ মত উকিল নিযুক্ত করেন। অন্যদেশে মামলা চলাকালে বিচারপতি মধ্যে মধ্যে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বিচারকার্যে নিজের রায়দানের পথ পরিষ্কারের চেষ্টা করেন মাত্র। তিনি নিজে কখনই আসামী, সাক্ষী বা উকিল প্রভৃতিকে ক্রমাগত জেরা করেন না। কিন্তু ফ্রান্সের বিচার পদ্ধতিতে বিচারকগণের ভূমিকা ঠিক বিপরীত। এই প্রসঙ্গে ফাইনার বলেন, ''the judge is more than the English judge, a kind party to the issue, he seeks the facts, whether there is jury or not.'' তদন্তকারী ভারপ্রাপ্ত বিচারকের তদন্তে কাউকে

গ্রেপ্তার ও আটকের সম্ভাবনা জড়িত থাকার ফলে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য যে তদন্তকারী ভারপ্রাপ্ত বিচারকগণ নিজেদের পদোন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে তদন্তকার্য পরিচালনা করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, বিচার তদন্ত সম্পর্কিত বিবরণ দাখিলের ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা গভীর অভিনিবেশের বিষয়।

পারকোত (parquet) ফরাসি বিচার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তিনি জনসাধারণের সুবিধা দেখার নিমিত্ত সরকারি উকিল নামেও পরিচিত। প্রতিটি আদালতে একজন সরকারি এ্যাটর্নির অধীনে কিছু সরকারি কর্মচারি সহ একজন করে পারকোত থাকতেন। এঁরা প্রাথমিক আদালতে সাবস্টিটাস (Substitus) নামে এবং আপিল আদালত সাবস্টিটাস জেনারেল (Substitus General) নামে পরিচিত। তাঁর কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সরকারি গোয়েন্দা দপ্তরের সাহায্য নিতে পারেন। পারকোত্গণকে অপসারণ করা যায় না। তাঁরা ক্রমে ক্রমে পদোন্নতির দিকে অগ্রসর হন। তাঁদের কাজকর্ম প্রধান ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারেই জড়িয়ে থাকে। তবে রাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী মামলাতেও তাঁরা অংশ নেন। বিচার বিভাগের বিভিন্ন আদেশ ও ঘোষণা কার্যকর হচ্ছে কিনা তা দেখাও পারকোত্গণের দায়িত্ব।

১১.৫ ফ্রান্সের প্রশাসনিক আইন ও আদালত

প্রশাসনিক আইন বা Administrative Law বা Droit Administratiff (দ্রয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিফ) ফরাসি সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য। ফ্রান্সে সাধারণ বিচার আদালতগুলি নাগরিকগণের বিবাদ বিসংবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং বিভিন্ন আইনসমূহকে নাগরিকগণ কিভাবে মেনে চলছে তার বিচার করে। অন্যদিকে প্রশাসনিক আদালতগুলি সরকারি প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক দ্বন্দু, অন্তর্বিভাগীয় বিরোধ এবং প্রশাসনিক বিভাগের বিরুদ্ধে নাগরিকদের ক্ষোভ বা অভিযোগ সম্পর্কে বিচার করে।

ফরাসি বিপ্লবের উদগাতাদের মতে প্রশাসনিক ব্যাপারে বিচার-বিভাগের যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ অকাম্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাই প্রশাসনিক আদালতের জন্য Droit Administratiff নামে আইনের প্রবর্তন করা হয়। এই ধরনের প্রশাসনিক আদালত ১৭৯৯ সালের সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের আমল থেকে চলে আসছে। প্রশাসনিক আদালতের আইন বা Droit Administratiff সম্পর্কে নানা সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। যেমন—ওয়েড্-এর মতে, ''Administrative Law is primarily concerned not with judicial control nor even legislation by delegation.'' ড.জেনিংসের মতে ''Administrative law is the law relating to the administration. It determines the organization powers and duties of administrative authorities.''

অধ্যাপক ডাইসি বলেন, ''Droit Administratif as it exists in France is not the sum of powers porcessed or of the functions discharged by the administration. it is rather the sum of the principles which govern the relation between French citizens as individuals and the administration as the representative of the State.''